সমকাল

তারিখ: 12 MAY 2014
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬

নান্দাইলে জালিয়াতি করে প্রাইমারি স্কুল জাতীয়করণ!

■ নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

নান্দাইলে জালিয়াতির মাধ্যমে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে। সরকারি হওয়া পণ্ডিতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়টির বিষয়ে কোনো তথ্য নান্দাইল প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে পাওয়া যায়নি। উপজেলা সমন্বয় কমিটির মাসিক সভায় এ বিষয়টি আলোচনায় এলে ঘটনাটি প্রকাশ পায়।

জানা গেছে, উপজেলার গাংগাইল ইউনিয়নের পণ্ডিতপুর গ্রামে ২০০০ সালে এলজিইডি কর্তৃপক্ষ একটি পাকা ভবন নির্মাণ করে। ভবনটির জমিদাতা মর্তুজ আলী জানান, তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার 'নিউ কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়' নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়। ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তন ঘটলে ওই প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভবনটি দশ বছর ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে গাংগাইল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সৈয়দ আশরাফুজ্জামান ওই ভবনে প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করার প্রস্তাব উত্থাপন করলে সভা থেকে বিষয়টি দেখার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি।

বিদ্যালয়টি চালু দেখানোর জন্য ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় গয়েশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী মানসুরা ও ফাহিমাকে পণ্ডিতপুর বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রী দেখিয়ে শিক্ষা অফিসের একটি অসাধু চক্রের সহায়তায় প্রবেশপত্র ইস্যু করানো হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে দুই ছাত্রীর অভিভাবক লিখিত অভিযোগ দিলে প্রাথমিক শিক্ষা অফিস একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। ওই তদন্ত রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেনি।

কথিত বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক আমিনুল হক সাংবাদিকদের বলেন, তিন মাস আগে তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জাতীয়করণের আবেদন জমা দিলে তা অনুমোদিত হয়। বিদ্যালয়ের জমিদাতা তাকে এবং তার মেয়ে ও পুত্রবধূকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।

পণ্ডিতপুর বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে নান্দাইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. অহিদুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, এ-সংক্রান্ত কোনো প্রজ্ঞাপন তার অফিসে আসেনি। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইমদাদুল হক বলেন, এ ধরনের কোনো প্রস্তাব তার অফিস থেকে পাঠানো হয়নি।